বাংলার বানী

2 6 JUL 1991

পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

৬

143

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাতের আশংকা

# জহুরুল হক হলে পুলিশের তল্লাশি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

গতকাল বুধবার গভীর রাতে পুলিশ জহুরুল হক হলে ঝটিকা তল্লাশি চালায়। শত শত পুলিশ চর্তুদিক দিয়ে হলটি ঘিরে ফেলে। তারা হলের মধ্যে ঢুকে ২০৫নং কক্ষসহ কয়েকটি কক্ষে হানা দেয়। এছাড়া পুলিশ ডুবুরি দিয়ে হলের সামনের পুকুরে অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চালায়। এসব জায়গায় তারা কোন অবৈধ অস্ত্র পায়নি বলে জানা গেছে। ২০৫ নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র মোহাম্মদ আবদুল কাইউম অভিযোগ করছেন, গত বুধবার রাতে পুলিশ তার কক্ষে কমাণ্ড কায়দায় অভিযান চালায়। এ সময় পুলিশ তার বুকে পিস্তল উচিয়ে রাখে বলেও অভিযোগ করেছেন।

গতকাল ক্যাম্পাসে শত শত পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়। তারা মধুর কেন্টিন, সূর্য্যসেন হল, প্রশাসনিক ভবন ও ভিসি'র বাড়ির

৭-এর পৃঃ ৪-এর কলামে

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামনে অবস্থান নিয়ে থাকে। একদিকে পুলিশ অন্যদিকে হলে হলে মাস্তানদের উপস্থিতি, তাদের অস্ত্রের মহড়া, এ দু'য়ের উপস্থিতিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতংকের মধ্যে বাস করছে। যে কোন মুহূর্তে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে এই আশংকায় ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে সবসময়ই সন্ত্রস্ত থাকে। এছাড়া এ কয়দিনে ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি অনেক কম লক্ষ্য করা যায়। বহিরাগত মাস্তানরা ক্যাম্পাসে অবাধে ঘোরাফেরা করছে। ক্যাম্পাস এখন মাস্তানদেরদখলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ (আ-অ) "নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস"-এর দাবিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল এবং মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা গোলাম মোস্তফা সুজন ও কামরুজ্জামান আনসারী। ছাত্রনেতা গোলাম মোস্তফা সুজন বলেন, ডাকসু নির্বাচনের আগে পরীক্ষা নিতে হবে। ছাত্রদের সেশন জটের বলি হতে দেয়া হবে না। তিনি অবিলম্বে বহিষ্কৃত ছাত্র ইলিয়াস, মালেক ও রতনকে গ্রেফতার করে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় আহবান জানান।

ছাত্রনেতা কামরুজ্জামান আনসারী বলেন, এখন সারাদেশে ছাত্র রাজনীতিকে নসাৎ করার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রের সাথে সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বর্তমান ডাকসু তথা ছাত্রদল জড়িত। তারা জহুরুল হক হলে পুলিশী তল্লাশির নিন্দা জানান।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ডাকসু ভবনের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা নাদিম ও ছাত্রনেতা হাবিবুন্নবী সোহেল। তারা বলেন, ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীরা ক্যাম্পাসে অব্যাহতভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে।

ছাত্রলীগ (না-শ) গতকাল ডাকসু ভবনের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা রোকনুজ্জামান রোকন। তিনি অবিলম্বে ডাঃ মিলন ও মাহবুব হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। সমাবেশের পূর্বে একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট গতকাল বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে একটি সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। মধুর কেন্টিনের সামনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা নাঈমউদ্দিন ও ছাত্রনেতা মোস্তাক আলম টুলু।

ছাত্রলীগ (আ-অ) সভাপতি শাহে আলম ও সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রনেতা মঈনউদ্দিন, মাসুম, ইউসুফ, হেলাল, রানা, আলতাফ, বাদল, রমা, ববি ও তপনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক "মাহবুব হত্যা" মামলা প্রত্যাহার করার আহবান জানান।